মেহেরপুরে সীমান্তজুড়ে পুশইন ও চোরাচালান ঠেকাতে বিজিবির কঠোর অবস্থান, যোগ দিচ্ছেন স্থানীয়রাও

মেহেরপুর জেলার তিন দিক জুড়ে ভারতীয় সীমান্ত। ৯৭ কিলোমিটার সীমান্তে পুশইন ঠেকাতে বিজিবির কঠোর অবস্থান। দিনের চেয়ে রাতে সীমান্তে ভারতীয় সার্চ লাইটের আলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সীমান্ত পাহারায় বিজিবি সদস্যরা। বিজিবির সাথে পাহারায় শতস্ফুর্তভাবে যোগ দিয়েছেন সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা।

ভারত থেকে সম্ভাব্য অবৈধ ‘পুশ-ইন’ ঠেকাতে মেহেরপুর সীমান্তে নজরদারি ও টহল কার্যক্রম জোরদার করেছে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন ও কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন। সীমান্তজুড়ে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা তৎপরতা, স্থাপন করা হয়েছে বিশেষ চেকপোস্ট এবং সন্দেহজনক চলাচলের ওপর রাখা হচ্ছে সার্বক্ষণিক নজরদারিও।

বুধবার (৩ জুন) দিবাগত রাতে মেহেরপুর সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্যরা অতিরিক্ত সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। সীমান্তবর্তী কয়েকটি পয়েন্টে ভারতীয় ভূখন্ডে কিছু মানুষের সমাগমের তথ্য পাওয়া গেছে। বিজিবির দাবি, যেসব এলাকায় পুশ-ইনের আশঙ্কা থাকে, সেখানে ভারতীয় সীমান্তে কাঁটাতার সংলগ্ন আলোগুলো অনেক সময় নিভিয়ে রাখা হয়। এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অতিরিক্ত টহল ও সতর্কতামূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ও কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের আওতাধীন মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার মোট ১৯টি বিওপি ও একটি আইসিপির মাধ্যমে প্রতিদিন ৮১টি টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, আনসার ও ভিডিপির সঙ্গে সমন্বয় করে সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বিজিবির টহলের সাথে যোগ দিয়েছেন স্থানীয় সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারাও। পাহারায় নিয়োজিত কাথুলী সীমান্তবাসী আমিরুল ইসলাম

জানান, দেশ আমার,দেশকে রক্ষা করতে এবং সীমান্তে চোরাচালান,মাদক প্রচার ও অবৈধ পুশইন প্রতিরোধ করতে বিজিবিকে সহায়তা করা হচ্ছে। বিজিবির সাথে আমরাও বিভিন্ন দলের সাথে সারারাত পাহারা দিচ্ছি। পাহারায় অংশ নিতে পেরে আমাদেরও ভাল লাগছে।
সীমান্তবাসী খাইরুল ইসলাম বলেন,সীমান্তের যে কোনো সময়ে আমরা বিজিবির সাথে আছি। কোনো ভাবেই যেনো ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে মাদক, চোরাচালান ও অবৈধ পুশইন না হয়। বিজিবির আহবানে আমরা পাহারায় যোগ দিয়েছি।

কাথুলী বিওপির কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মো: অছিকুর রহমান বলেন, ১০ দিন যাবত ভারতীয় বিএসএফ নিয়ম না মেনে বেশ কিছু মানুষ পুশইন করার চেষ্টা করছে। দু দেশের নিয়ম অনুয়ায়ী পুশইন করলে আমরা কাগজপত্র যাচাই করে তাদেরকে নিতে আপত্তি নেই। তবে অবৈধভাবে ভারতের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন জড়ো করে আমাদের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। আমরা তা প্রতিহত করার জন্য সজাগ রয়েছি। এতে আমরা স্থানীয়দের সহায়তা নিয়েছি। সীমান্তবাসীরাও আমাদের সাথে পাহারায় যোগ দিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে: কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, মোট ৯৭ কিলোমিটার মেহেরপুর সীমান্ত এলাকা। এর মধ্যে ৬৩ কিলোমিটার মেহেরপুর অঞ্চলের দায়িত্ব পড়েছে আমাদের ওপর বাকীটা নিয়ন্ত্রণ করেন কুষ্টিায়া ব্যাটালিয়ন। এসব সীমান্ত দিয়ে রাতের আধারে অবৈধভাবে বেশ কয়েকবার পুশইনের ঘটনা ঘটেছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই পুশইন বা পুশব্যাক করাতে চাই। বর্তমানে সীমান্তে নিরাপত্তায় ও টহল জোরদার করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষকেও বিভিন্ন ভাবে শতর্ক করতে রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন জনসমান এলাকায় মাইকিং করে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। রাতের টহল জোরদার করা হয়েছে। বিজিবিকে সহায়তা করছেন স্থানীয়রাও।

৪৭ বিজিবি কৃষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে; কর্নেল রাশেদ কামাল রনি দৈনিক আগামীর সময়কে বলেন, মেহেরপুরের ৯৭ কিলোমিটার সীমান্তের ৩৬ কিলোমিটার এলাকায় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের আওতাভুক্ত। সীমান্ত এলাকায় এখন পাটক্ষেত থাকায় দুর থেকে দেখতে অনেকটা সমস্যা হলেও বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে টহর জোরদার করা হয়েছে।

সীমান্তের কাছে যে সকল আবাদি জমি রয়েছে সেকল কৃষকদের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার আহবান করা হয়েছে। এবং কোন ধরনের

চোরাচালান,পুশইন যাতে না হয় একারনে স্থানীয়রা দলে দলে বিজিবির সাথে পাহারায় যোগ দিয়েছেন। আশাকরবো সীমান্ত দিয়ে আর কোনো অবৈধ পুশইন না হয় এবং মাদক না আসে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ নিহত ৩, আহত ২

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ওলিনগর এলাকায় ইজিবাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা মাঠপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকচালক আরিফুল ইসলাম (৩২), একই গ্রামের মাহিমের চার বছর বয়সী মেয়ে আফরিন এবং যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার সজীব আলীর ছেলে মাহিমের ভাগ্নে আকবর আলী (১০) ওরফে আবরার। আহত হয়েছেন মাহিম আলী ও তার স্ত্রী মুক্তা খাতুন। তারা কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিফুল ইসলাম মাহিমের পরিবারের ৪ জন যাত্রী নিয়ে শালিকা থেকে মটমুড়ায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাচ্ছিলেন। পথে তেরাইল ওলিনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ইজিবাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ইজিবাইক চালক আরিফ মারা যান এবং যাত্রীরা গুরতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মাহিমের মেয়ে আফরিন ও ভাগ্নে আবরার মারা যায়।

অপরদিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু আফরিন ও আকবর আলীর মৃত্যু হয়।

আফরিনের মামা রহিদুল ইসলাম জানান, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। কুষ্ঠিয়ার নেওয়ার পর আফরিন ও আবরার মারা গেছে। মাহিম ও মুক্তার অবস্থাও আশঙ্কাকা জনক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক, ইজিবাইক এবং নিহত আরিফুল ইসলামের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এদিকে, ইজিবাইক চালক আরিফের মরদেহ উত্তর শালিকা গ্রামের পৌছালে পুরো এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। আফরিন ও আবরারের মরদেহ শালিকা উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া থেকে রওয়ানা হয়েছে। বিকালে আরিফের দাফন সম্পন করার প্রস্তুতি চলছে।

১২ দিন পর থানায় মামলা, প্রধান আসামি নুর ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা বাজারে সালিশের নামে এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে মারধর, শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের ভাইরাল ঘটনায় অবশেষে মামলা হয়েছে। ঘটনার ১২ দিন পর গতকাল বুধবার গাংনী থানায় ভুক্তভোগী আলপনা খাতুনের এজাহারের ভিত্তিতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। মামলায় স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলামসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আলপন খাতুন। মামলায় নুর ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, সিদ্দিক আলী, জালাল আলী ও রাজু আলীকে আসামি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে বাড়িতে প্রবেশ, মারধর, শ্লীলতাহানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৪ মে সকালে নিজ বাড়িতে অবস্থানকালে আলপনা খাতুনকে গালিগালাজ করতে করতে তার বাড়িতে প্রবেশ করেন অভিযুক্তরা। তিনি প্রতিবাদ করলে সংঘবদ্ধভাবে তার ওপর হামলা চালানো হয়। একপর্যায়ে তাকে মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি ও লাথি মারা হয় এবং শ্লীলতাহানি করা হয়। তাকে রক্ষা করতে গেলে তার ছেলে বেল্লাল হোসেনকেও মারধর করা হয়। হামলার সময় তার গলায় থাকা প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে এক নারীকে প্রকাশ্যে মারধরের দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিওটি ভাইরাল হলে এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে।

ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন আলপনা খাতুন একটি ধর্ষণ মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশের নামে নির্যাতন করা হয়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দিলেও তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে বুধবার গাংনী থানায় মামলাটি রেকর্ড হয়।

এদিকে নুর ইসলামের বিরুদ্ধে এর আগেও প্রভাব খাটানো ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। কয়েক মাস আগে এক ধর্ষণ মামলার বাদীকে আদালতে যেতে বাধা দেওয়া, আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগেও তিনি আলোচনায় আসেন। তবে ওই সময় তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

গাংনী থানার পুলিশ জানিয়েছে, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়গুলো তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনাটি নিয়ে এলাকাজুড়ে এখনো আলোচনা চলছে। ভাইরাল হওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

গাংনীতে ১শ পিস ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ব্রিজ বাজার এলাকা থেকে ১০০ পিস ইয়াবাসহ আব্দুস সালাম (৩৫) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার বিকেল ৫টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর ব্রিজ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আব্দুস সালাম কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার মোল্লা তেঘরিয়া এলাকার মৃত বদিউজ্জামান রাশেদের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই নাসির জানান, বুধবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, একটি কালো রঙের এফজেড ভার্সন-৩ মোটরসাইকেলে করে ধর্মদহ এলাকা থেকে ইয়াবা নিয়ে এক মাদক কারবারি কাজিপুরের দিকে আসছে।

এ তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ কাজিপুর ব্রিজ বাজার এলাকায় অবস্থান নেয়। পরে মোটরসাইকেল আরোহীকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে তার প্যান্টের পকেটে থাকা একটি সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর কাগজে মোড়ানো ১০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও জব্দ করা হয়।

পরে উদ্ধারকৃত ইয়াবা ও জব্দকৃত মোটরসাইকেলসহ আব্দুস সালামকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনীতে গণপিটুনিতে চোর চক্রের এক সদস্যের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রাকের টায়ার চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) ভোরে উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে অবস্থিত খোকনের টায়ারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

টায়ার ব্যবসায়ী তুষার আহমেদ জানান, ভোরের দিকে ৪ থেকে ৫ জনের একটি চোর চক্র তার দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে টায়ার চুরির চেষ্টা করে। পাশের কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে যান।

তিনি বলেন, “দোকানে গিয়ে চোর চক্রের এক সদস্যকে পেছন থেকে ধরে ফেলি এবং চিৎকার শুরু করি। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ সময় চক্রের অন্য সদস্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপে উঠে পালিয়ে যায়। তবে আটক যুবকটি পালাতে ব্যর্থ হয়।”

তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে মারধর করে। একপর্যায়ে সে গুরুতর আহত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

গাংনীতে নিখোঁজের ৩৮ বছর পর বাড়িতে ফিরলেন জবেদ আলী

নিখোঁজের ৩৮ বছর পর নিজ জন্মভিটায় ফিরে এসেছেন জবেদ আলী (৬৬)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে ৩৮ বছর আগে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

জবেদ আলী মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের বামন্দী ক্যাম্পপাড়া গ্রামের মৃত তোফাজ্জল মণ্ডলের ছেলে।

স্বজনরা জানান, ১৯৮৮ সালে হঠাৎ করে পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে চার বছর বয়সী ছেলে জাহাঙ্গীর আলম ও স্ত্রী রুশিয়া খাতুনকে

বাড়িতে রেখে তিনি নিখোঁজ হন। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন খোঁজ না পেয়ে স্বজনরা ধরে নিয়েছিলেন, জবেদ আলী হয়তো আর বেঁচে নেই।

হঠাৎ আজ সোমবার ৩৮ বছর পর বৃদ্ধ জবেদ আলী ফিরে আসেন তার জন্মভিটা বামন্দীতে।

প্রথমে জবেদ আলীকে দেখে তার স্ত্রী রুশিয়া খাতুন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে চিৎকার করে ওঠেন। পরে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জবেদ আলীর ফিরে আসার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রাম ও আশপাশের এলাকার মানুষ তাকে একনজর দেখতে তার বাড়িতে ভিড় করেন।

জবেদ আলীর স্ত্রী রুশিয়া খাতুন বলেন,

“আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে চার বছর বয়সী ছেলে জাহাঙ্গীর ও আমাকে বাড়িতে রেখে তিনি পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে চলে যান। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। কত কবিরাজের কাছে গেছি, কত মান্নত করেছি। তারপরও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। আজ হঠাৎ আমার সোনার ধন আমার বুকে ফিরে এসেছে। আল্লাহ আমার কথা শুনেছেন। আমার ছেলে জাহাঙ্গীর এখন বিদেশে থাকে। সে তার বাবার ফিরে আসার খবর শুনে দেশে আসতে চাইছে। এই দীর্ঘ সময়ে এত আনন্দ কখনও পাইনি।”

জবেদ আলীর চাচাতো ভাই বক্কার আলী বলেন,

“ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, জবেদ আলী একজন ভালো লাঠিখেলোয়াড় ছিলেন। পাশাপাশি তিনি গ্রামের যাত্রাপালার মঞ্চ কাঁপানো অভিনেতাও ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অভিমান করে ৩৮ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন সব জায়গায় খোঁজ করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার মা ও দাদি দুজনেই মারা গেছেন। তার ছেলে এখন বিদেশে থাকে। হঠাৎ আজ জবেদ আলী পরিবারের কাছে ফিরে এসেছেন। তাকে দেখতে গ্রামের মানুষ ভিড় করছেন।”

গাংনীতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহিদুল ইসলাম (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মড়কা বাজার সংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মড়কা বাজারে শহিদুল ইসলামের একটি ধানের মিল রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নিকটবর্তী মাঠে ধান চাষ করতেন। সকালে ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম জানান, মোটর চালুর সময় শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

ঈদে ঘরমুখো মানুষের পছন্দের

শীর্ষে দেশি ফল

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে নিজ জন্মভিটায় ঈদ উদযাপন করতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মজীবী মানুষ ফিরছেন গ্রামে। এই তালিকায় রয়েছেন প্রবাসীরাও।

আর নিজ এলাকায় ফিরেই তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকছে মৌসুমি দেশি ফল। দেশি ফলের স্বাদ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকে। এতে বেড়েছে দেশি ফলের চাহিদা।

জেলার ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে মৌসুমি অধিকাংশ সুস্বাদু ফলে বাজার ভরে গেছে। আবার দামের দিক থেকেও তুলনামূলক সস্তা। অন্যদিকে বিদেশি ফল শহর থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমানে বিদেশি ফলের আমদানিও তুলনামূলক কম এবং দামও বেশি। তাই এখন দেশি ফলের কদর অনেক বেড়েছে।

স্থানীয় বাজারে মৌসুমি ফলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় ক্রেতাদের কাছেও দেশি ফলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে দেশি ফলের মধ্যে রয়েছে আম, কামরাঙা, জামরুল, ড্রাগন ফল, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, কদবেল, কলা ও তালশাঁস। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে ড্রাগন ফল ও সবুজ মাল্টা। এসব ফলের চাহিদাও বাড়ছে বাজারে।

জেলায় দেশি ফলের বাজারদর চলছে প্রকারভেদে হিমসাগর আম ৮০ থেকে ৯০ টাকা, আঠি আম ৫০ থেকে ৬০ টাকা এবং কাঁচা-মিঠা আম ৮০ টাকা কেজি। বোম্বাই লিচু প্রতি পণ ২৩০ টাকা এবং চায়না লিচু প্রতি পণ ৬৫০ টাকা।

আনারস প্রতি পিস ৫০ টাকা, ব্ল্যাক বেবি তরমুজ ৮০ টাকা কেজি, পেয়ারা ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি, কলা প্রতি পিস ৫ থেকে ৬ টাকা, জামরুল ৭০ টাকা কেজি এবং কামরাঙা ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে আমদানি করা বিদেশি ফলের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কমলা, মাল্টা, আপেল, বেদানা, চেরি, খেজুর ও আঙুর। বিদেশি ফলের খুচরা বাজারদর মাল্টা ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি, আপেল ৩৭০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি, বেদানা ৬০০ থেকে ৬৩০ টাকা কেজি, চেরি ৪০০ টাকা কেজি, খেজুর ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া কমলা ৩৩০ টাকা কেজি, কাশ্মীরি আঙুর ৫২০ টাকা এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি আঙুর ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ঢাকা থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মুস্তাক আহমেদ বলেন, “পাঁচ দিনের জন্য নিজ গ্রামে এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে। বাজারে এসে দেখি রসালো ফলের সমাহার। দেখে লোভ সামলানো কঠিন। সতেজ দেশি ফল পরিবারের সঙ্গে খাওয়ার মজাটাই আলাদা।”

গার্মেন্টস ব্যবসায়ী গোলাম মোর্তাজা বলেন, “যান্ত্রিক শহর থেকে গ্রামে এসে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো সবচেয়ে সুখের মুহূর্তগুলোর একটি। আর নিজ এলাকায় গাছ থেকে পেড়ে আনা রসালো আম-লিচুর স্বাদ নেওয়ার মজাই আলাদা। শহরে এসব ফল পাওয়া গেলেও মান নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকে। এখানে চোখ বন্ধ করে ফল খাওয়া যায়।”

মালয়েশিয়া প্রবাসী তুহিন বলেন, “দুই দিন হলো দেশে এসেছি। বিদেশে অনেক ফল পাওয়া যায়, তবে দেশের ফলের স্বাদই আলাদা। আজ বাজার থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে হিমসাগর আম কিনলাম, সঙ্গে লিচুও। চায়না লিচুর দাম একটু বেশি হলেও স্বাদের দিক থেকে সেরা।”

গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের পাইকারি বিদেশি ফল বিক্রেতা জাহিদুল ইসলাম বলেন, “এ অঞ্চলের অধিকাংশ ফলের দোকানি আমার কাছ থেকে পাইকারি ফল কিনে নেন। কিন্তু এখন তারা বলছেন, দেশি ফলই বেশি বিক্রি হচ্ছে। বিদেশি ফলের চাহিদা কমে গেছে। এতে আমরা বিপদে পড়েছি। জেলায় ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিক্রি না হলে দ্রুত পচে যায়। তাই এখন দেশি ফলই আমাদের ভরসা।”

ফল বিক্রেতা শিহাব বলেন, “আগে মাল্টা, কমলা, আপেল ও আঙুর বিক্রি করতাম। মাসখানেক ধরে লিচু, আম, পেয়ারা ও আনারস বিক্রি করছি। গাছ থেকে পেড়ে এনে সরাসরি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রতিদিন ফল আনছি, প্রতিদিন বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতারাও খুশি, আমরাও খুশি। দামও সাধ্যের মধ্যে।”

তিনি আরও বলেন, শহর থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মানুষজন এখন দেশি ফলের প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাদের ভাষ্য, বিদেশি ফল শহরেই পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামের টাটকা দেশি ফলের স্বাদ আলাদা।

[redacted]

[redacted]

দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আতোয়ার রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নুর ইসলাম দাবি করেন, ওই নারীর চরিত্র ভালো নয়। একটি অসামাজিক কাজের বিচার করার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল। মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি এর দায় আলপনার স্বামী ইসরাফিল শেখের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘটনার সময় তার স্বামী আম পাড়তে বাগানে ছিলেন। আইনি পদক্ষেপের তোয়াক্কা না করে নুর ইসলাম আরও বলেছেন, সামাজিক সালিসই সঠিক। এ বিষয়ে তারাও পুলিশ সুপারের কাছে যাবেন ও মানববন্ধন করবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের ভাষ্য, দুপক্ষের সম্মতি থাকলে সামাজিক সালিস উত্তম। তবে সালিসের নামে মারধর করা স্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধ। এতে জড়িত ব্যক্তি বিএনপির ছোট নেতা হোক আর শীর্ষ নেতা হোক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মামলার নথি না দেখে সেটি রায় নাকি হাজিরার দিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে

পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।